বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনা**র সামগ্রিক চিত্র** ২০১৮-১৯ অর্থ-বছর

বর্তমান সরকারের দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বৈদেশিক সাহায্য অপরিহার্য। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বাজেটে মোট সরকারি বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ৮.২০% নির্ধারণ করা হয়েছিল। জিডিপি'র ১.৯৬% নীট বৈদেশিক সাহায্য হতে সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। সরকারের কার্যপ্রণালী বিধির আওতায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান ও সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে থাকে।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পথ-পরিক্রমায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছে; যা অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের ধারারাহিক সাফল্যের প্রতিফলন। ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী জিডিপি হার ৬.৫% হতে বৃদ্ধি করে ক্রমান্বয়ে ২০২০ অর্থ-বছরে ৮% এ পৌঁছাতে হবে (২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রতি অর্থ-বছরে গড়ে ৭.৪%)। সেজন্য বিনিয়োগও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০২০ অর্থ-বছরে জিডিপি'র ৩৪.৪% হওয়া আবশ্যক, যা ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ছিল ৩১.৬% অধিকন্তু, ২০২০ অর্থ-বছরে বিবেচনায় বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে বৈদেশিক সহায়তার আহরণ ও কার্যকর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বিদ্যুৎ, পরিবহন,ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ সামাজিত খাতে বিনিয়োগ চাহিদা পুরণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ করতে অবিরত কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত পাঁচ অর্থ-বছরে অর্জিত বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি (Commitment)-এর পরিমাণ ৫৪.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (যা গড়ে প্রতি অর্থ-বছরে ১০.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। একই সময়ে বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণের (Disbursement) পরিমান ২৩.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (যা গড়ে প্রতি অর্থ-বছরে ৪.৬২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি (Commitment)-এরপরিমাণ ৯.৭৯৫ বিলিয়ন এবং বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণের (Disbursement) পরিমাণ ৬.২০ বিলিয়ন যা স্বাধীনতা পরবর্তীকালের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ডের অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ (**Foreign aid Mobilization)**: বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে মোট ৯৭৯৫.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি (commitment) স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর মধ্যে অনুদান (grant) ও ঋন (loan) এর পরিমাণ যথাক্রমে ১৫৪৭.০৪ ও ৮২৪৮.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বৈদেশিক সহায়তার (কমিটমেন্টে) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৬,০০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে কমিটমেন্ট অর্জিত হয়েছে ১৬৩.২৬%। আলোচ্য অর্থ-বছরে বহুপাক্ষিক (Multilateral) উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে বিশ্বব্যাংক হতে সর্বোচ্চ বৈদেশিক সহায়তা (কমিটমেন্ট) পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ২৯৮৩.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে জাপান হতে সর্বোচ্চ কমিটমেন্ট পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ২৬৬৮.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক সহায়তার মোট প্রতিশ্রুতির অধিকাংশ বহুপাক্ষিক সংস্থা হতে পাওয়া গেছে। বহুপাক্ষিকও দ্বিপাক্ষিক উৎস হতে কমিটমেন্টের হার লেখচিত্র-১ এ দেখা যেতে পারে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বৈদেশিক সহায়তার জন্য ২০টি উন্নয়ন সহযোগীর সাথে মোট ৯৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে অনুদান চুক্তি ৬৮টি এবং ঋণ চুক্তি ২৯টি। চুক্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-১ এ দেখা যেতে পারে।

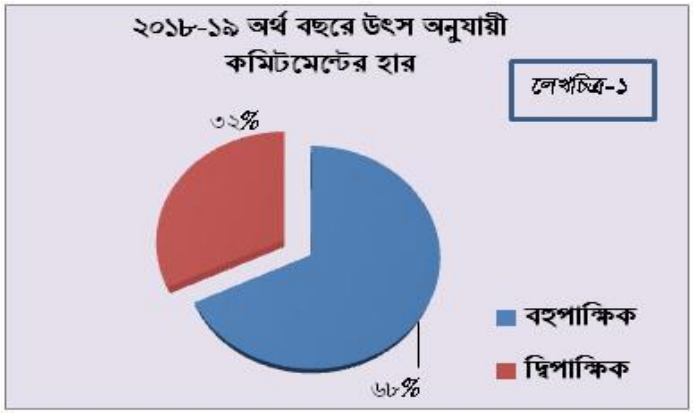

বৈদেশিক সাহায্য ছাড়করণ (**Disbursement of Foreign Aid**): ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে মোট সাহায্য ছাড়ের পরিমাণ ৬২১০.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ছাড়কৃত বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে অনুদান ২৫৬.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ ৫৯৫৪.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ডিসবার্সমেন্টের মধ্যে ঋণ ও অনুদানের হার লেখচিত্র-২ এ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য অর্থ-বছরে বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণের (ডিসবার্সমেন্ট) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৩৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে ৯৭.৭৮% ছাড় হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ছাড়কৃত বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে ৩৪০৪.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বহুপাক্ষিক এবং ২৮০৬.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দ্বিপাক্ষিক উৎস হতে পাওয়া গেছে। এ অর্থ-বছরে বহুপাক্ষিক উৎসের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সহায়তা ছাড় করেছে যার পরিমাণ ১৯৭০.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক উৎসের মধ্য হতে জাপান সর্বোচ্চ ১১৯৫.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সহায়তা ছাড় করেছে। উন্নয়ন সহযোগী অনুযায়ী ডিসবার্সমেন্টের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হয়েছে।

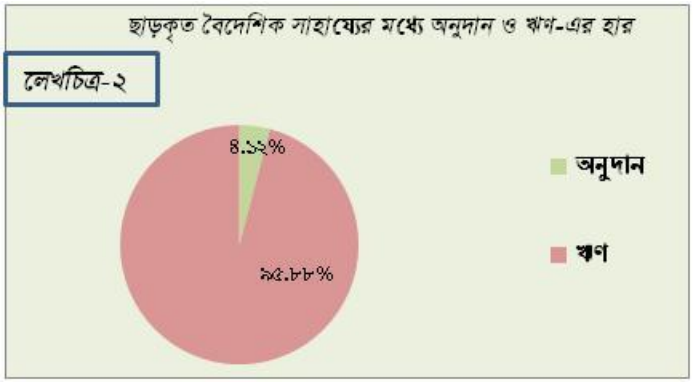

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের ছাড়কৃত বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে খাদ্য সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য এর পরিমাণ যথাক্রমে ৫.৭১ ও ৬২০৫.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ২৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সাপোর্ট পাওয়া গেছে তবে বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এ বছরেও কোন পণ্য সাহায্য ছাড় হয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরসহ বিগত কয়েকটি অর্থ-বছরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ডিসবার্সমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য লেখচিত্র-৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

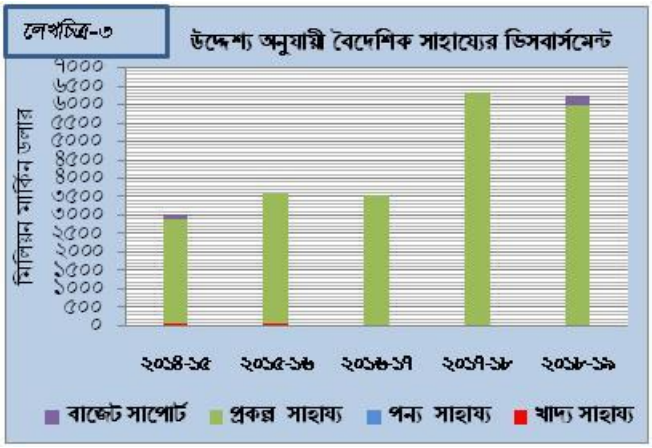

প্রাথমিক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের শেষে ছাড়যোগ্য বৈদেশিক সাহায্য (foreign aid in the pipe line)-এর পরিমান দাড়িয়েছে প্রায় ৪৮.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর মধ্যে ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে অর্থাৎ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরেই ৫৪.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট পাইপ লাইনে যুক্ত হয়েছে যা আগামী ৫-৬ বছরের মধ্যে ছাড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মদক্ষতার উপর ডিসবার্সমেন্ট বহুলাংশে নির্ভরশীল।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (**Annual Development Programme**): বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অর্থায়নে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমহ্রাসমান হলেও এখনো উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদেশিক সাহায্য হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সহায়তা বাবদ বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ছিল মোট এডিপি আকারের ৩০.৫৪%। বিগত ৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপি-তে জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্য হতে অর্থায়নের হারের তুলনামূলক চিত্র লেখচিত্র-৪ এ দেখানো হয়েছে।

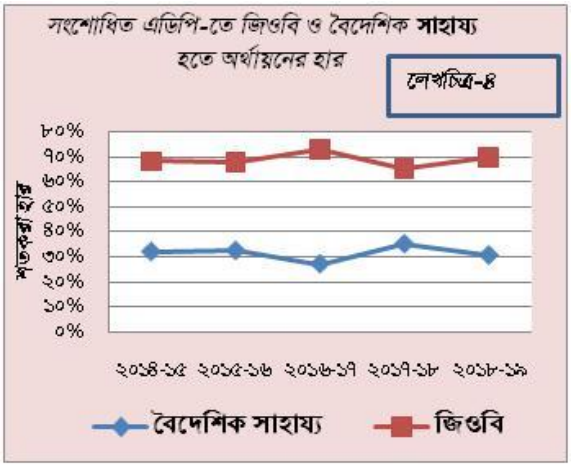

২০১৯-১৯ অর্থ-বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ৬০,০০০.০০ কোটি টাকা (৭১৪৩.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং খাদ্য সহায়তা বাবদ বরাদ্দ ছিল ২৫২.০০ কোটি টাকা (৩০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সাহায্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এ অর্থ-বছওে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যেও বরাদ্দ ৫১,০০০.০০ কোটি টাকা (৬০৭১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং খাদ্য সহায়তা বাবদ বরাদ্দ ২৫২.০০ কোটি টাকা (৩০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) নির্ধারণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ৫২,০৫০.০০ কোটি টাকা (৬২৭১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে ২.০২%। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ সকল অর্থ-বছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ এডিপি'র তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৫ অর্থ-বছরের এডিপি ও আরএডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ লেখচিত্র-৫ এ প্রদর্শিত হয়েছে।

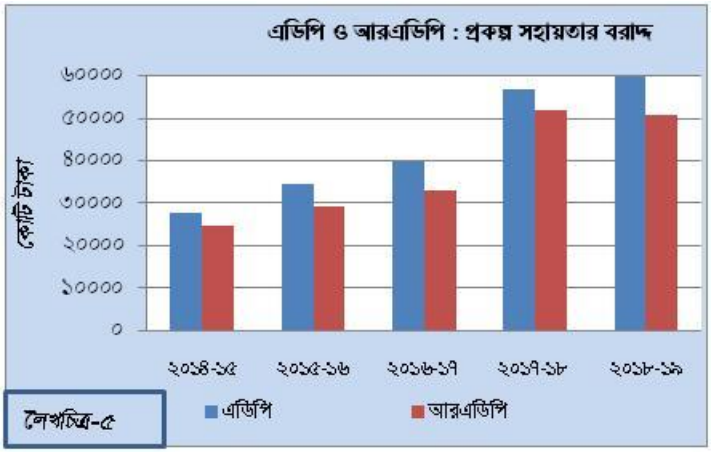

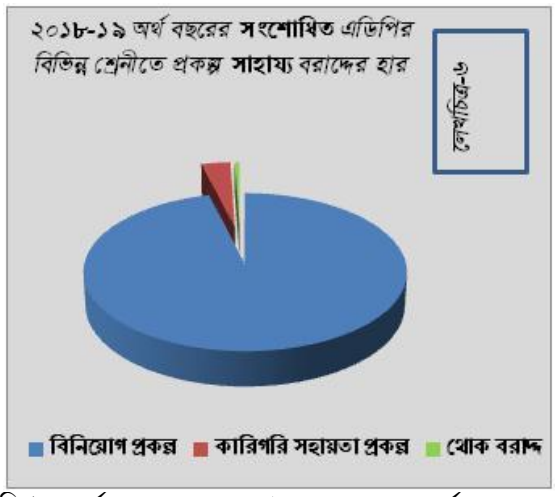

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৬৫ টি। যার মধ্যে কারিগরি সহায়তা (Technical Assistance) প্রকল্প ১৫৪ টি এবং বিনিয়োগ (Investment) প্রকল্প ২১১ টি। এ অর্থ-বছরে বিনিয়োগ প্রকল্পে ৪৯০১৩.৯৩ কোটি টাকা এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৬৯৮.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২৮৭.৪৬ কোটি টাকা বিশেষ প্রয়োজনে বরাদ্দের জন্য থোক হিসাবে রাখা হয়েছে। লেখচিত্র-৬ এ প্রকল্প সাহায্যের শ্রেনিভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক হার দেখা যেতে পারে।

বিগত অর্থ-বছরসমূহের ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরেও ১৭টি খাতে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এ অর্থ-বছরে বৈদেশিক সহায়তার সিংহভাগই পরিবহন ও ভৌত অবকাঠামো সেক্টরের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। লেখচিত্র-৭ এ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপি-তে সর্বাধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫ টি সেক্টরের তথ্য দেখা যেতে পারে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সেক্টরভিত্তিক প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ পরিশিষ্ট-৩ এ দেখানো হলো। অন্যদিকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দ বিবেচনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সর্বাধিকবরাদ্দ প্রাপ্ত। পরিশিষ্ট-৪ এ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দের তথ্য সংযুক্ত আছে।

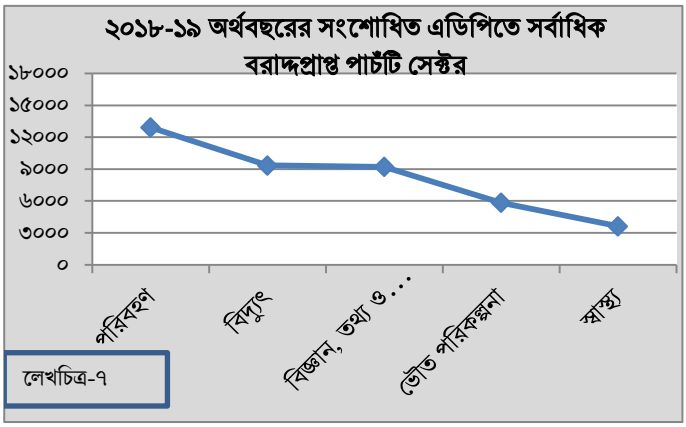

প্রকল্প সহায়তার ব্যবহার বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগ: এডিপি-ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। বিগত কয়েক বছর থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উইং পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ত্রৈমাসিক ত্রিপক্ষীয় পোর্টফোলিও সভা করা হচ্ছে।অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী অতিবাহিত সময়কালে বৈদেশিক সহায়তা ছাড়ের গতি বিবেচনায় Slow moving প্রকল্প চিহ্নিত করা হয় এবং ত্রৈমাসিক ত্রিপক্ষীয় পোর্টফোলিও সভায় এসকল প্রকল্প পর্যালোচনা করা হয়। তাছাড়া সর্বাধিক বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সচিব পর্যায়ে দ্বিবার্ষিক এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে বার্ষিক সভা করা হয়ে থাকে। এ সকল উদ্যোগের পাশাপাশি বাস্তবায়নকারী প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা চিহ্নিত ও তা দূরীকরণে এ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত এ সকল উদ্যোগ এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সহায়তা ব্যবহারের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।লেখচিত্র-৮ এ প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে।

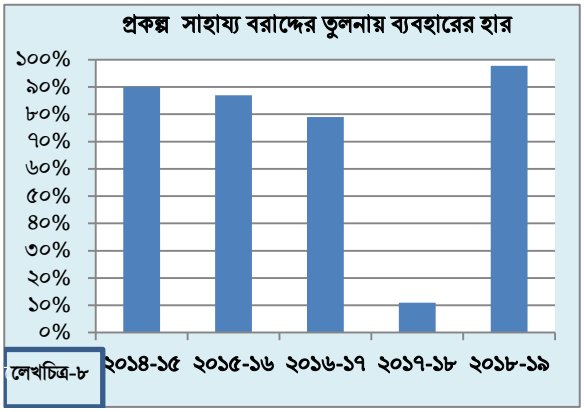

লেখচিত্র-৮

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটারিং কমিটি কর্তৃক জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বড়

প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, 2×660 মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার (রামপাল) প্রকল্প, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, ঢাকা মাস র‍্যাপীড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (মেট্রোরেল) প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ ও গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মান প্রকল্প, মহেষখালি-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম,গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মান প্রকল্প, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ও দোহাজারী-রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু-মায়ানমারের নিকট ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মান-এই ১০ টি প্রকল্পকে ফার্ট ট্র্যাক প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও নিয়ম বিরোধী পদক্ষেপ পরিবীক্ষণের জন্য কর্মপন্থা (modality) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্প গুলোর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটারিং টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা (External Debt Management): অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। ঋণ ব্যবস্থাপনার এ কাজটি সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে করার জন্য এ বিভাগে ১৯৯২ সাল হতে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন সফ্টওয়্যার 'ডেট ম্যানেজমেন্ট ফাইনানসিয়াল এনালাইসিস সিস্টেম' (ডিএমএফএএস) ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের সিংহভাগই হলো মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। সাধারণত মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (Medium and Long Term Debt) নমনীয় (concessional) প্রকৃতির হয়ে থাকে। বৈদেশিক উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণ পরিশোধের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গত অর্থ-বছরের তুলনায় এই অর্থ-বছরে বৈদেশিক ঋণের নীট প্রবাহ কমেছে ২.০৫%। লেখচিত্র-৯ এ বিগত কয়েক বছরের বৈদেশিক প্রবাহের তথ্য দেখানো হলো।

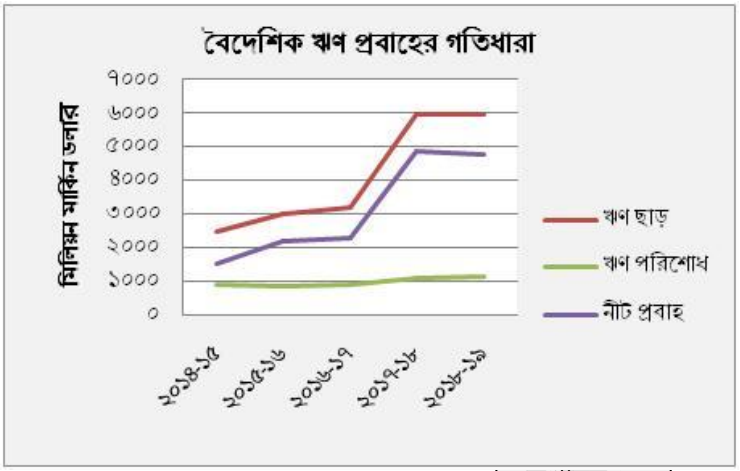

লেখচিত্র-৯

ঋণ পরিশোধ (Debt Servicing): অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে এ বিভাগ বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে সর্বমোট ১৫৬৫.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের পরিশোধ করেছে। যার মধ্যে আসল ১১৭৮.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সুদ ৩৮৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ অর্থ-বছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৬০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ বাংলাদেশ যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিস্তি পুনঃতফসিলকরণের জন্য বাংলাদেশের কখনো আবেদন করারও প্রয়োজন হয়নি।

ঋণ ধারণক্ষমতা (Debt Sustainability): বৈদেশিক ঋণের ধারণ ক্ষমতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কতিপয় সূচক (Indicator) আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে অন্যতম ও অধিক প্রচলিত সুচকসমূহ হচ্ছে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের সঙ্গে দেশের জিডিপি, রপ্তানী আয়, রাজস্ব আয়ের তুলনামুলক বিশ্লেষণ।এক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ঋণের ধারণক্ষমতার সূচকের ঝুঁকিসীমা নির্ধারণ করেছে। ২০১৪-১৫,২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণ ক্ষমতার সূচকের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

সূচক / অর্থ বছর	বৈদেশিক ঋণের স্থিতি		বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	
	জিডিপি'র তুলনায়	রপ্তানী+রেমিটেন্স-এর তুলনায়	রাজস্বের তুলনায়	রপ্তানী+রেমিটেন্স-এর তুলনায়
২০১৪-১৫	১৩.৬%	৫৪.১%	১৩.৪%	৫.১%
২০১৫-১৬	১৩.২%	৫৬.২%	১০.৮%	৪.৬%
২০১৬-১৭	১২.৮%	৬৩.৬%	৭.৯%	৪.০%
২০১৭-১৮	১৩.৯%	৬৮.৬%	৮.৩%	৩.৯%
আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত ঋনের ধারণক্ষমতার ঝুঁকি সীমা	৪০%	১৫০%	৩০%	২০%

উপরের সূচক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা সর্বোচ্চ ঝুঁকি সীমার অনেক নীচে। অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণ ক্ষমতা সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে। ঋণমান নির্ণয়কারী (credit rating) প্রতিষ্ঠান যথাঃ Moody's Investors Service (Moody's), Standard and Poor's (S&P) এবং Fitch Ratings এর প্রকাশিত পর্যবেক্ষণেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্টানসমুহ তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশকে একই সর্বভৌম ঋণমান তারিকায় রেখেছে। এ রেটিং তালিকায় Moody's, S&P Ges Fitch বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশকে যথাক্রমে Ba3, BB-I ও BB- মান প্রদান করে বাংলাদেশের ঋণমান পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল (stable) হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

অনমনীয় ঋণের ঝুঁকি হ্রাসে গৃহীত উদ্যোগঃ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অতিরিক্ত বিনিয়োগ চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা, ইউরোপ কেন্দ্রিক ঋণ জটিলতা ও পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নমনীয় ঋণের উৎস সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আবার রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান সরকারের গ্যারান্টির বিপরীতে অনমনীয় ঋণ গ্রহণ করছে বিধায় বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কঠিন শর্তের ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য International best practice এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায় ঋণের নমনীয়তা পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য ৩১/০৫/১৯৮০ তারিখে গঠিত হার্ড টার্ম লোন কমিটি বাতিলপূর্বক মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (Standing Committee on Non-Concessional Loan) গঠন করা হয়। যে সকল বৈদেশিক ঋণের grant element ৩৫% এর কম, সে সকল বৈদেশিক ঋণ এ কমিটিতে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হয়। এ কমিটি অনমনীয় ঋণ গ্রহণের প্রস্তাবসমূহ যাচাই বাছাই করে অনুমোদন দিয়ে থাকে। অনমনীয় ঋণ বিষয়ক এই কমিটি ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ০৩ টি অনমনীয় ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। উল্লেখ্য এ ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৪০ টি অনমনীয় ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

নীতি ও পদ্ধতিগত সংস্কারমূলক কার্যক্রমঃ

০১. ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Foreign Aid Management System) বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট পাইপলাইন ও চলমান প্রকল্পসমূহ নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং বৈদেশিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার জন্য ফরেন এইড ম্যাজেনমেন্ট সিস্টেম (FAMS) নামক তৈরিকৃত ওয়েব বেইজড এপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার চালু আছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সিসমূহ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, সিজিএ কার্যালয় এবং প্রত্যেকটি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প অনলাইনে এ সিস্টেমে সংযুক্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তার আহরণ, ছাড় ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নসহ বৈদেশিক সহায়তার সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও রিপোর্টিং করা হয়। চলমান সফটওয়ারটি পরিকল্পনা বিভাগ এবং আইএমইডি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সিস্টেমসহ IBAS++, AIMS এর সাথে সংযুক্ত করা এবং সিস্টেমটি আরোও ব্যবহার বান্ধব ও আপগ্রেডেশনের জন্য ২য় পর্যায়ের একটি প্রকল্প প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন আছে।

০২. প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুততর করার লক্ষ্যে প্রকল্পের যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের প্রস্তুতিমুলক কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত 'প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা এবংপ্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের চেকলিষ্ট' প্রণয়ন করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশিত এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ-

- বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা ৬,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলন করা হয়েছে।
- বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা ৮৪৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলন করা হয়েছে।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে মোট ৩০৬ টি (কারিগরি ১১৬+বিনিয়োগ ১৯০) বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পের অনুকুলে প্রকল্প সাহায্য বাবদ মোট ৭১,৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- বৈদেশিক ঋণ ও ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য ১৫,৭২৫ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে।